কালের কণ্ঠ

23 APR 2016

ই-মনিটরিং, বায়োমেট্রিক পদ্ধতির আওতায় আসছে প্রাথমিক বিদ্যালয়

আজিজুল পারভেজ ▷

গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার চর নীলক্ষিণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ছয়জন, শিক্ষার্থী আছে ১৯৩ জন। গত ৩০ মার্চ আকস্মিক সেখানে পরিদর্শনে যান থানা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ। এ সময় বিদ্যালয়ে উপস্থিত শিক্ষক ছিলেন পাঁচজন, আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপস্থিত ছিল ১৭৪ জন। পরিদর্শক অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির তথ্য বিকেল ৩টা ৫৮ মিনিটে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে তুলে দেন। ঢাকায় বসেও সঙ্গে সঙ্গে তা জেনে যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এটা সম্ভব হয়েছে ই-মনিটরিং কার্যক্রমের কল্যাণে।

দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ক্লাসে শিক্ষার্থীদের পাঠদান নিশ্চিত হচ্ছে কি না তা নজরদারির জন্য এই ই-মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছে সরকার। একই সঙ্গে বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু করারও উদ্যোগ নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে তিন জেলার পাঁচ উপজেলার ৫৬৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ই-মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উপজেলাগুলো হলো—গাজীপুরের কাপাসিয়া ও কালিয়াকৈর, মানিকগঞ্জের সাঁটুরিয়া ও ঘিওর এবং মেহেরপুর সদর। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও উন্নয়ন সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন যৌথভাবে এ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ কাজের জন্য ওই সব এলাকার ৩০ জন কর্মকর্তাকে ইন্টারনেট সুবিধা ও ট্যাব দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পাঁচজন কর্মকর্তাকে ই-মনিটরিং কার্যক্রম নিবিড়ভাবে নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আরো ৯ জেলার ৫২ উপজেলায় পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত ২৭ মার্চের মাসিক সমন্বয় সভায় স্কুলপর্যায়ে যথাযথ মনিটরিংয়ের জন্য ই-মনিটরিং চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ই-মনিটরিংয়ের কল্যাণে কেবল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নয়, পাওয়া যাবে একটি বিদ্যালয়ের সার্বিক চিত্রও। যেমন শিক্ষকরা হোম ভিজিট করেন কি না, পাঠদানে শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি কেমন, শিক্ষা উপকরণের কার্যকর ব্যবহার হচ্ছে কি না, শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করার সুযোগ আছে কি না, বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা আছে কি না, সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিন অনুযায়ী শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালিত হয় কি না, শ্রেণিকক্ষ শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কাজ দ্বারা সজ্জিত কি না, শিক্ষার্থীদের পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কি না, স্কুল প্রাঙ্গণ-টয়লেট-শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার কি না—এসব তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করবেন পরিদর্শক। এ ছাড়া এসএমসি/পিটিএ কার্যক্রম, সহপাঠ কার্যক্রম, অভিভাবক/মা সমাবেশ অনুষ্ঠান, উন্নয়নমূলক কাজের মান, প্রধান শিক্ষকের যোগ্যতা, সার্বিক মূল্যায়নে বিদ্যালয়ের মান ইত্যাদি সম্পর্কেও সেখানে তথ্য সংযুক্ত হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট অনুজ কুমার রায় জানিয়েছেন, ই-মনিটরিং কার্যক্রমের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) ব্যবহারের কারণে বিদ্যালয় পরিদর্শনে কোনো ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ থাকবে না। এর মাধ্যমে কেবল বিদ্যালয়ে শিক্ষক নন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তারাও সার্বক্ষণিক নজরদারির আওতায় আসবেন। কর্মকর্তাদের পরিদর্শন প্রতিবেদন আপাতত সবার জন্য উন্মুক্ত না হলেও কার্যক্রম পুরোপুরি চালু হলে তা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। যে কেউ অনলাইনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ঢুকে যেকোনো বিদ্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন দেখতে পারবে।

মুহূর্তেই জানা যাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, পাঠদান কার্যক্রম

ই-মনিটরিংয়ের পাশাপাশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের হাজিরা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করার উদ্যোগ নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ ব্যাপারে একটি প্রকল্পের ডিপিপি তৈরির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হুমায়ুন খালিদ।

দেশে বর্তমানে ৬৩ হাজার ৪১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। মন্ত্রণালয় মনে করছে, বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু হলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া ছাড়াও সরকারের অনেক অপচয় বন্ধ হবে। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত তথ্যও জানা যাবে। পাওয়া যাবে ঝরে পড়ার প্রকৃত চিত্র। এর ফলে অতিরিক্ত পাঠ্য বই মুদ্রণ করতে হবে না। উপবৃত্তির টাকা তছরুপের সুযোগও থাকবে না। এক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অন্য বিদ্যালয়ে প্রক্সি দেওয়ারও সুযোগ বন্ধ হবে।